মধ্যযুগ ০২

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

[illegible]

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মধ্যযুগ:

- বাংলা সাহিত্যে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য - ধর্মকেন্দ্রিকতাই মুখ্য, মানবতাসহ সব কিছুই গৌণ।
- মধ্যযুগের বাংলায় প্রধান সাহিত্যধারা - বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদ, অনুবাদ সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্য, লোক সাহিত্যধারা ইত্যাদি।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারাগুলোর মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যধারা পরিমাণে ও গুণে সমৃদ্ধ।
- মধ্যুযগে লোক সাহিত্যধারা ব্যতিক্রম। কারণ, এই ধারায় ধর্ম বা দেব-দেবী নয়, মানুষের গুরুত্ব অধিক এবং তার প্রণয় ও কামনাকে মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বৈষ্ণব সাহিত্য:

বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে রচিত একটি কাব্যধারা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এর মূল উপজীব্য। বারো শতকে সংস্কৃতে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ এ ধারার প্রথম কাব্য। পরে চতুর্দশ শতকে বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা ভাষায় রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি আখ্যানকাব্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিমাণে ও গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা হলো বৈষ্ণব সাহিত্য। মধ্যযুগে ১৬৫ জনের মতো কবি বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করেন। এদের রচিত বৈষ্ণব কবিতার সর্বপ্রথম সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। তার বৈষ্ণব কবিতা সংকলের নাম পদসমুদ্র। এতে প্রায় পনের হাজার বৈষ্ণব কবিতা সংকলিত হয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে তিনি এগুলো সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য ৩ প্রকার।

যথা:

১. জীবনীকাব্য,

২. বৈষ্ণব শাস্ত্র ও

৩. বৈষ্ণব পদাবলী।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বৈষ্ণব পদাবলি

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য।
- রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ।
- মধ্যযুগের সাহিত্যধারাগুলোর মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যধারা পরিমাণে ও গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ - বৈষ্ণব পদাবলি।

» মাহবুবুল আলম রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে -

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য।
- রাধা - কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি।

হুমায়ুন আজাদ তার লাল নীল দীপাবলি গ্রন্থে বলেছেন -

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- রাধা ও কৃষ্ণকে নিয়ে মধ্যযুগে সবচেয়ে সৌরভময় ফুল ফুটেছিলো। সে ফুলের নাম বৈষ্ণব কবিতা।
- বৈষ্ণব কবিতা বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একে যদি আলোর সাথে তুলনা করি তাহলে বলবো মধ্যযুগে এমন আলো আর জ্বলে নি।

পঞ্চরসঃ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিদ্যাপতিঃ ১৩৯০-১৪৯০

- মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন বিদ্যাপতি।
- তিনি ছিলেন পঞ্চদশ শতকের কবি।
- কবির রচনায় মোহিত ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহ।
- এ জন্য সে বিদ্যাপতিকে 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
- 'মৈথিল কোকিল' বলতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বোঝায়।
- কোকিল যেমন সুললিত সুমধুর গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে, মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতিও মৈথিলি ভাষায় সুন্দর পদাবলি ও অন্যান্য গীতিকবিতা রচনা করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন বলে তাঁকে 'মৈথিল কোকিল' বলা হয়।
- তিনি ছিলেন বৈষ্ণব কবি এবং পদসঙ্গীত ধারার রূপকার।
- তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

• **ব্রজবুলি:**

- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা বা উপভাষা।
- মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৭৪-১৪৬০) এর উদ্ভাবক।
- তিনি মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে এই কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা উদ্ভাবন করেন।
- **বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদগুলি রচনা করেন।**

মরণরে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান!

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চন্ডীদাস সমস্যাঃ

১৮৯৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দীনেশচন্দ্র সেন

১৯১৬ তে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর চন্ডীদাস একই কিনা

বাসলী সেবক বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা, তিনি চৈতন্য পূর্ব কবি।

পদাবলির দ্বিজ চন্দীদাস

১। বাসলী সেবক বড়ু চন্ডীদাস

২। পদাবলির দ্বিজ চন্দীদাস

৩। মণিদ্রমোহন বসু দেখালেন পালাগানের দ্বীন চন্ডীদাস

৪। ড অসিত বন্দোপাধ্যায় সহজিয়া রাগাত্মিকা পদের চন্ডীদাস

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জীবনীকাব্য / জীবনী সাহিত্য

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে বৈষ্ণব চরিতশাখা গড়ে ওঠে। কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই চরিতকাব্য একটি অভিনব ধারা। সমকালের অথবা ঈষৎ পূর্ববর্তী কালের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে বিশালাকার এরূপ কাব্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। সংস্কৃতে রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম।

- বাংলা ভাষায় রচিত শ্রী চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ হলো বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত।
- 'চৈতন্য-মঙ্গল' বাংলায় ভাষায় লোচন দাস রচিত শ্রী চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শ্রীচৈতন্যদেব ও বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবঃ (১৪৮৬-১৫৩৩)

বাঙালির সমাজজীবনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কী প্রভাব পড়েছিল আলোচনা করো।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেগুলি হল—

অস্পৃশ্যতা দূরঃ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের বিস্তারক্ষেত্র ছিল সমগ্র বাঙালিসমাজ। সমস্ত সংকীর্ণতার ওপরে উঠে যেভাবে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে মানুষে-মানুষে সমভাবের কথা বলেছিলেন, সেকালের পক্ষে তা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক এক ভাবনা।

উন্নত সংস্কৃতির সূচনা : শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে জনরুচির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল। স্থূল গ্রাম্যতার পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচিবোধের জাগরণ ঘটেছিল জনমানসে। বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্নিগ্ধ-কোমল ভাবের বিস্তৃতি চৈতন্যপ্রভাবের অন্যতম অবদান।

অহিংস মনোভাব : ভিন্ন ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি শিখিয়েছিলেন তরু বা গাছের মতো বিনয়ী হতে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার : চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা করে অহিংস এক ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। যা উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর করে এক নতুন হিন্দু সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

শাসক ও শাসিতের মেলবন্ধন : তুর্কি আক্রমণের পর শাসকের সঙ্গে শাসিত হিন্দুদের পরস্পর বৈরিতার সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল । চৈতন্যদেব পেরেছিলেন বিজাতীয় শাসকের সঙ্গে শাসিত হিন্দুদের সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

উন্নত উদার মানব প্রেমের বাতাবরণ সৃষ্টি : হিংসা-দ্বেষ-কলুষতাপূর্ণ বাঙালি সমাজে সর্বশক্তিমান প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালিকে বাঁচতে শিখিয়েছেন। অসাম্য, বিভেদ, অনাচার, মোহ ও কুসংস্কারের বিপরীতে সামাজিক সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি এক বিশাল সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ধর্মকে কেন্দ্র করে তিনি সেকালের বাঙালি জীবনে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন, যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই জন্য মধ্যযুগের ষোড়শ শতকের সময়কালকে বলা হয় চৈতন্য নবজাগরণ।

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতমঃ

চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী লেখক হিসেবে মুরারি গুপ্ত কৃতিত্বের অধিকারী।

- চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়।
- 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত তাঁর কাব্যের প্রকৃত নাম, 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম।'
- মুরারি গুপ্ত সিলেটের অধিবাসী ছিলেন পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন।
- মুরারি গুপ্তের গৃহে চৈতন্যের প্রথম ভাবাবেশ ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি বিদ্যমান।

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম এর রচয়িতা মুরারি গুপ্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের সতীর্থ। গ্রন্থখানি গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে 'কড়চা' বা ডায়রি আকারে রচিত। এজন্য এটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেও পরিচিত। এতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা আছে।

চৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাস এর চৈতন্যভাগবত (১৫৪৮) তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর পরে রচিত হয়। বৃন্দাবন দাস প্রায় ২৫ হাজার জোড় চরণে এ বিশাল কাব্য রচনা করেন। মুরারি গুপ্ত রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ হিসেবে চৈতন্যদেবের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন, আর বৃন্দাবন দাস শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে চৈতন্যলীলা প্রচার করেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চৈতন্যমঙ্গল :

সময়ের দিক থেকে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (১৫৭৬) দ্বিতীয় এবং ষোলো শতকের শেষদিকে একই নামে জয়ানন্দ রচনা করেন তৃতীয় গ্রন্থ। তুলনামূলকভাবে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল অধিক পরিশীলিত ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। তিনি নিজ বাসস্থান শ্রীখন্ডের ভাবধারা অনুযায়ী 'গৌরনাগর' রূপে শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'

চৈতন্যদেবের চতুর্থ জীবনীকাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১২)। প্রামাণিক তথ্য, বিষয়বৈচিত্র্য, রচনার পারিপাট্য প্রভৃতি গুণে কাব্যখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। চৈতন্যজীবন মুখ্য বিষয় হলেও এতে বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব, দর্শন, বিধিবিধান, সমকালের ইতিহাস, সমাজ এবং ঐতিহ্যের নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের যে ঐশী প্রেম ও ভক্তিবাদের ওপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যকে তারই বিগ্রহরূপে চিত্রিত করেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মঙ্গলকাব্যঃ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মনসামঙ্গল

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চন্ডীমঙ্গল কাব্য ঃ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কালকেতু ফুল্লরা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ধনপতি সদাগর

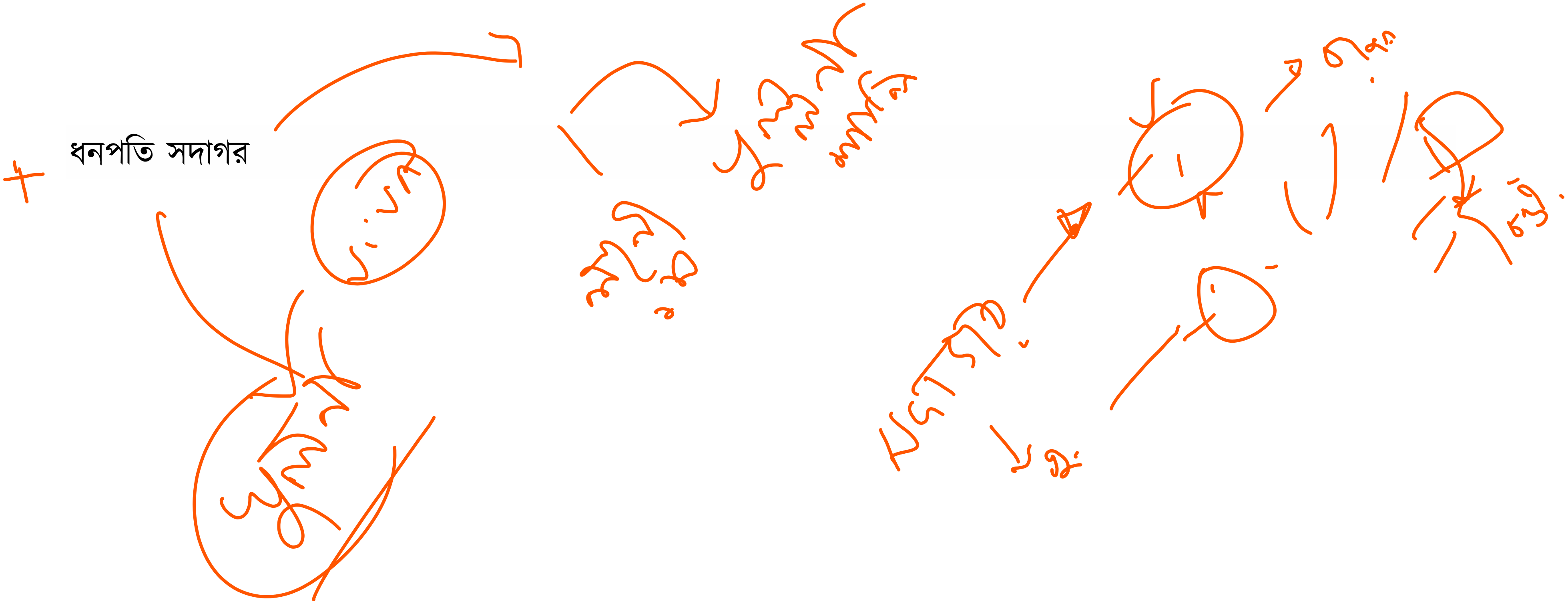

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অন্নদামঙ্গল কাব্যঃ ভারতচন্দ্র রায়

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ধর্মমঙ্গল ঃ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অনুবাদ সাহিত্যঃ

রামায়ন

মহাভারত

ভাগবত

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

চন্দ্রাবতী

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানঃ

কাল	কবি	কাব্য
পনের শতক	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লী মজনু
	মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী
	সাবিরিদ খান	হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর
	দোনা গাজী চৌধুরী	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল
সতের শতক	দৌলত কাজী	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী
	আলাওল	পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর
	কোরেশী মাগন ঠাকুর	চন্দ্রাবতী
	আবদুল হাকিম	লালমতী সয়ফুলমুলুক
	নওয়াজিস খান	গুলে বকাওলী
	মঙ্গল চাঁদ	শাহজালাল-মধুমালা
	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবলমুলুক শামারোখ
আঠার শতক	মুহম্মদ মুকীম	মৃগাবতী
	শেখ সাদী	গদামল্লিকা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

preli + mcq

Structured

1760

1859

1865

VICTORS
-BCS,BANK & MORE